আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

শপ্র ঃ ৪১

আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১, মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৮৩১১২৯২

প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর - ১৯৯৩ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন - ২০০২ ইং

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত দাম ঃ ১০ টাকা মাত্র

Adhunik Bisshyer Challenge O Islam, By Mohammad Kamaruzzaman, Published by Shatabdi Prokashani, Sponsored by Sayyed Abul A'la Moudoodi Research Academy, 491/1, Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, **Right: Author.**

Price: Tk. 10.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ৫
- চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ২৭
  - ১. ব্যাপক দাওয়াত ২৭
  - ২. জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝান্ডা ২৭
  - ৩. মুসলমানদের শক্তির উৎস ২৮
  - ৪. ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা ২৮
  - ৫. ঐক্য ২৯
  - ৬. ওআইসিকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা ২৯
  - ৭. সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ২৯
  - ৮. পাশ্চাত্য বিরোধী জোট ৩০
  - ৯. বিদেশ নির্ভরতা পরিহার ৩০
  - ১০. নিজস্ব গণমাধ্যম ও প্রচার কৌশল ৩১
  - ১১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা ৩১
- উপসংহার ৩১

www.pathagar.com

আমাদের কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ইসলামের যথার্থ ধারণা উপস্থাপন এবং যুগের প্রেক্ষিতে ইসলামের প্রায়োগিক কর্মপন্থা উদ্ভাবনের কাজে নিয়োজিত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী অনুবাদ, গবেষণা পরিচালনা এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা একাডেমীর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বিগত ২৫ অক্টোবর ১৯৯৩ ইং তারিখে একাডেমী 'আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারেই এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান।

সেমিনার উপলক্ষে প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়। প্রথম সংস্করণ অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যায়। পাঠকদের চাহিদানুযায়ী এবার আমরা পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছি। দ্বিতীয়বার প্রকাশের পূর্বে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান প্রবন্ধটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন এবং তথ্যাদি সংযোজন ও আপ-টু-ডেট করে দিয়েছেন। ফলে পূর্বের তুলনায় এটি এখন আরো অধিক তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তিকা।

পুস্তিকাটি বিশ্বপরিস্থিতির উপর সচেতন নযর রাখেন এমন বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের বিশেষ করে যুব সমাজের কাজে আসবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম

● আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধেরও অবসান হয়েছে। সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম নামক পাশ্চাত্যেরই আরেক মতবাদ যা পৃথিবীর এক বিপুল অংশের জনগোষ্ঠীকে পৌণে এক শতাব্দীকাল শাসন করেছে তাও সমাধিস্থ হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, দুই দুইটি মহাসমর, আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতন ও নানা সংঘাতময় ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে আমরা আজ পৃথিবীর ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছি। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশ্ব রাজনীতি পরাশক্তির সংঘাত থেকে নবতর আরেক সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির পন্ডিত ও বিশ্লেষকগণ ইতিমধ্যেই ভবিষ্যৎ বিশ্বের রাজনীতির রূপ কি হবে তা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। নতুন বিশ্ব রাজনীতিকে কেউ ইতিহাসের সমাপ্তি জাতি-রাষ্ট্রসমূহের ঐতিহ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যাবর্তন, জাতিগত এবং আন্তর্জাতিক সাংঘর্ষিক প্রান্তিকতা থেকে জাতি-রাষ্ট্রের সরে আসার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। বলা হচ্ছে জাতি-রাষ্ট্র হবে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রধান নায়ক বা চরিত্র। আবার একথাও বলা হচ্ছে যে, জাতি রাষ্ট্রের ভূমিকা অব্যাহত থাকলেও বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির কারণে আমরা মূলতঃ সীমানাহীন পৃথিবীর অধিবাসী। পৃথিবীতে আজ প্রায় দুই শতাধিক জাতি-রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ইউনিট রয়েছে। ১৮৯টি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য। বর্তমান বিশ্ব মানচিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই জাতি-রাষ্ট্র সমূহের অস্তিত্ব ও অবস্থান। বিশ্ব রাজনীতি এই জাতি-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র অর্জনকে আধুনিক বিশ্বের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অগ্রগতি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও দারিদ্র মুকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, অস্ত্র সীমিতকরণ, উত্তেজনা প্রশমন, পারমাণবিক অস্ত্র নিরোধকরণ, সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসাবে গণ্য।

www.pathagar.com

২. ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর Uni-polar বিশ্বে আমেরিকা অনেকটা একক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্ববাসীকে যেসব চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে হবে তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদই বিশ্বের মানবজাতির জন্য তথা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বে যুদ্ধ সংঘাতের সম্ভাবনা কমে গেছে একথা মনে করারও কোন কারণ নেই। বরং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের কারণে যুদ্ধ সংঘাতও বাড়তে পারে। অতীতেও যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে স্বার্থের সংঘাতে ক্ষমতা ও সম্পদের জন্য যুদ্ধ হয়েছে তেমনি ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বেও সে আশংকা রয়ে গেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর যে জাতি রাষ্ট্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে তা আয়তন, শক্তি ও সম্পদের দিক থেকে সমান নয়। পৃথিবীটা অসম কতগুলো জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত। কতক রাষ্ট্র বড় ও নানাদিক থেকে শক্তিশালী। কতক রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতো এই কিছু দিন আগেও। সোভিয়েত ইউনিয়নহীন বিশ্বে বিভিন্ন দিক থেকে বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে একথা বোধহয় বলার সময় আসেনি। বরং অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র ও বিজ্ঞান, আয়তন-লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবেচনায় প্রধান রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলেই ধরে নেয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পৃথিবীর স্থলভাগের ১৪.৮%। সোভিয়েত ভেঙ্গে যাবার পর পৃথিবীর আয়তনের দিক থেকে বড় রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে- কানাডা (৬.৬%), চীন (৬.৪%), যুক্তরাষ্ট্র (৬.২%), ব্রাজিল (৫.৬%), অস্ট্রেলিয়া (৫.২%), এবং ভারত (২.৫%)। জনসংখ্যার দিক থেকে প্রধান দেশগুলো- চীন (২৩%), ভারত (১৬%), যুক্তরাষ্ট্র (৫%) ও ইন্দোনেশিয়া (৩%)। প্রধান উৎপাদনশীল দেশ ক'টির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একাই বিশ্বের GNP এর ২২% ভাগ অবদান রাখে। অন্যান্যের মধ্যে জাপান ১০%, জার্মানী ৭%। এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত কয়েকটি রাষ্ট্রই বিশ্বের প্রায় ৫০% ভাগ জমির মালিক, ৫০% জনসম্পদের মালিক এবং ৫০% উৎপাদনও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বিশ্ব রাজনীতিতে এদের ভূমিকাই প্রধান হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন ও ভারত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। ভারত, পাকিস্তান ও ইসরাইল অঘোষিত পারমাণবিক শক্তি। জাপান, জার্মানী, ইটালীসহ আরো ২০টি দেশ এমন আছে যাদের পারমাণবিক প্রকল্প এবং সম্ভাবনা রয়েছে। এসবের মধ্যে মাত্র ৮টি মুসলিম দেশ রয়েছে। বিশ্বে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র মওজুদ রয়েছে। যে ভয়ংকর শক্তি সম্পন্ন পারমাণবিক বোমা মওজুদ আছে তা

www.pathagar.com

দিয়ে পৃথিবীকে অসংখ্যবার ধ্বংস করে দেয়া যেতে পারে। পৃথিবীটা মোটামুটি পারমাণবিক অস্ত্রের একটি গুদাম। এই গুদামে বসবাস করে পৃথিবীর মানুষ কি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে? রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র প্রয়োগ পারমাণবিক অস্ত্রের চাইতে কোন অংশে কম নয়। Chemical and Biological অস্ত্রও মানবজাতির জন্য বিপজ্জনক। প্রচলিত অস্ত্র বা conventional weapons-ই অধিকাংশ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধনী দেশগুলোর নিকট থেকে দরিদ্র বা অপেক্ষাকৃত কম ধনীদেশগুলোই অস্ত্র খরিদ করে। অস্ত্র ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ আগে দুই পরাশক্তির হাতেই ছিল। ১৯৮৯ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় সারা বিশ্বের অস্ত্র রফতানির ৩৭% ভাগ রাশিয়া এবং ৩৪% আমেরিকার হাতে। এরপরই অস্ত্র রফতানিতে স্থান হলো ক্রমানুসারে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, চীন, জার্মানী, চেকোশ্লাভিয়া, ইটালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিল, ইসরাইল, স্পেন, কানাডা ও মিশর। এই বছর নাগাদ ভারতই ছিল পৃথিবীর সবচাইতে বড় অস্ত্র আমদানিকারক দেশ। গোটা বিশ্বের আমদানির ১০% ভারত এককভাবে। ইরাক (৬%), জাপান (৬%), এবং সউদী আরব (৪%)। মিত্র শক্তিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক লাভের জন্যই অস্ত্র ব্যবসা করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যারা অস্ত্র ক্রয় করে তারাও বাধ্য হয়ে করলেও কারণ একই। ঠান্ডা যুদ্ধের পর অস্ত্র ব্যবসায় কিছুটা মন্দা দেখা দিতে পারে বলে আশংকা করা হলেও কার্যত তা হয়নি। বিশ্বে যে পরিমান অস্ত্র ও অস্ত্র কারখানা আছে তাও একটি উদ্বেগের কারণ।

বিশ্ব রাজনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থা ও গোয়েন্দাবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি ও মানব সভ্যতা যতটা পুরানো গোয়েন্দাবৃত্তিও ততটা পুরানো। আমেরিকা বৃটেনসহ পাশ্চাত্য দেশগুলো গোয়েন্দাবৃত্তিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। সিআইএ, কেজিবি, র, রুথলেসরেড, মোসাদ, GCHO, DGSE ইত্যাদি গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা সারা পৃথিবীময়। ইলেক্ট্রনিক ও কম্পিউটারের এ যুগে গোয়েন্দাবৃত্তিতে উপগ্রহ এবং বিমান (AWAKS) পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, সরকার পতন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্টের মত কাজেও সহায়তা করা হয়।

বিশ্বের অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম, সংবাদ সংস্থা, শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম সবকিছুই বলতে গেলে ইহুদী ও আমেরিকা বা আমেরিকাপন্থীদের হাতে। অন্যকথায় পাশ্চাত্যের হাতে। পারমাণবিক শক্তি, যুদ্ধাস্ত্র,

www.pathagar.com

প্রচারমাধ্যম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শক্তিকে পাশ্চাত্য আগামী দিনের বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ব্যবহার করবে।

৪. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ 'New World Order' এর যে শ্লোগান দিয়েছেন যা মিঃ ক্লিনটনেরও কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এর অর্থ কি? এতদিন আমেরিকা সোভিয়েত ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। এখন লিবারেল ডেমোক্র্যাসির নামে সারা দুনিয়ায় আমেরিকা প্রাধান্য বজায় রাখতে চায়। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে ইসলাম। "From home and abroad voices have begun to counsel the clinton administration that with communisms death, America must prepare for a new global threat---radical Islam. This specter is symbolized by the Middle Eastern Muslim fundamentalists, a Khomieni-like creature armed with a radical ideology and unclear weapons; intent on launching a jihad against western civilization.

In the search for new doctrines for a New World, this image of a world-wide threat from militant Islam could filter deep into the policymaking process of the new administration. In the way that the perception of danger from Soviet Communism helped to define US foreign Policy for more than four decades, the fear of Islam could embroil Washington in a second cold war." (ভাবানুবাদঃ দেশ বিদেশ থেকে ক্লিনটন প্রশাসনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, কমিউনিজমের মৃত্যু হয়েছে। আমেরিকাকে বিশ্বব্যাপী নতুন এক হুমকির জন্য প্রস্তুত হতে হবে, তা হলো কট্টর ইসলাম। এই আতঙ্ক মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম মৌলবাদীদের প্রতীক স্বরূপ যারা খোমেনীর মত গোড়া আদর্শ ও পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য নতুন মতবাদের সন্ধানে বিশ্বব্যাপী জংগীবাদী ইসলাম আতঙ্ক ক্লিনটন প্রশাসনের নীতিনির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। যেভাবে সোভিয়েত কমিউনিজমের বিপদাশংকা চার দশকের বেশীকাল যাবত আমেরিকাকে তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করেছিল ঠিক সেভাবেই ইসলাম ভীতি ওয়াশিংটনকে দ্বিতীয় ঠান্ডাযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে পারে।)

সোভিয়েতের পতনের পর আমেরিকা স্বপ্ন দেখছে যে, তথাকথিত উদার গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের শ্লোগান দিয়ে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মাধ্যমে বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে। কিন্তু 'লাল ভীতির' মতই 'সবুজ বিপদ' সারা বিশ্বকে গ্রাস করছে। American University School of International Service-

www.pathagar.com

এর একজন গবেষকের ভাষায় "Like the red Menace of the cold war era, The green Peril green being the colour of Islam- is described as a cancer spreading around the globe, undermining the legitimacy of western values and threatening the national security of the United States." (ভাবানুবাদঃ ঠান্ডাযুদ্ধের সময়কার লাল বিপদের মত ইসলামের সবুজ বিপদ বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার রূপে বিস্তার লাভ করছে। যা পাশ্চাত্য মূল্যবোধের বৈধতার ধ্বংস সাধন করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।) বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে তারা আখ্যায়িত করছে 'Islamic conspiracy theory' এবং 'Islamic Fundamentalism' বলে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের তৎপরতাকে তারা চিত্রিত করছে 'Islam International' এর মহা পরিকল্পনা হিসাবে। এতদিন ওয়াশিংটন বলতো 'Soviet sponsored terrorism' আর এখন বলছে Islamic fundamentalism এবং মার্কিন বিরোধী দেশগুলোকে তালিকাভূক্ত করছে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে। আমেরিকার হতাশ এই ঠান্ডা যোদ্ধাদের সাথে শরীক হয়েছে মিশর, সৌদি আরব, ইসরাইল, তুরস্ক, ভারত এবং মধ্য এশিয়ার পুরাতন কমিউনিষ্ট শাসকবর্গ। এসব দেশের শাসকগণের অনেকের জনপ্রিয়তা আশংকাজনকভাবে কমে গিয়েছে এবং এমতাবস্থায় ক্ষমতা সুরক্ষিত করার প্রয়োজনেই কেউ কেউ পাশ্চাত্যের মৌলবাদ বিরোধী অভিযানে শামিল হয়েছে। সার্বীয় জাতীয়তাবাদীরা বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের অমানবিক 'ইথনিক ক্লিন্সিং' সম্পর্কে বলছে "ethnic cleansing' policies as part of an effort to contain the spread of radical Islam to Europe's center." (ভাবানুবাদঃ ইউরোপের কেন্দ্রে মৌলবাদী ইসলামের বিস্তার প্রতিহত করার জন্যই ইথনিক ক্লিন্সিং নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।) ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ৪১৫ জন ফিলিস্তিনী একটিভিস্টকে বহিষ্কার 'জাস্টিফাই' করতে বলছেন, "The Jewish state stands first today in the line of fire against extremist Islam."

৫. কমিউনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে মোকাবিলা করার জন্য আমেরিকা ক্ষেত্র বিশেষে মুসলিম দেশ বা ইসলামী কোন সংস্থার সাথে নমনীয় ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তার ভূমিকা ইসলামের বিরুদ্ধেই ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকার ইসলাম বিরোধী ভূমিকা প্রকাশ হয়ে পড়েছে বেশী। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগেই মুসলিম বিশ্বের পাশ্চাত্যপন্থী নেতাদেরকে সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করেছিল আমেরিকা। আমেরিকা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও

www.pathagar.com

যেসব শাসক গণতন্ত্র বা মানবাধিকারে বিশ্বাস করে না তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যপন্থী হওয়ার কারণে। আবার সামরিক শাসক বা স্বৈরাচারী শাসককে সমর্থন করেছে শুধু একারণে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি পাশ্চাত্য মূল্যবোধে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকৃত ইসলামপন্থীরা লাভবান হবে অথবা বিকল্প শক্তি হিসেবে সামনে চলে আসবে এ কারণে আমেরিকান প্রশাসন পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশের গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসকদের পিছনে মদদ যুগিয়েছে। কমিউনিস্টদের খপ্পর থেকে উদ্ধার পেয়ে কোন দেশ যাতে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার বাইরে না যেতে পারে সে ব্যাপারে আমেরিকা অত্যন্ত যত্নশীল ছিল। সুদানের জাফর আল নিমেরীকে সমাজতান্ত্রিক বলয় থেকে বের হয়ে আসার ব্যাপারে প্রাথমিক উৎসাহ প্রদান করে আমেরিকা যখন দেখতে পেল সুদানের ভবিষ্যৎ ইসলামপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে তখনই ঘটানো হলো সামরিক অভ্যুত্থান। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট সুদান সফর করে যাবার ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সুদানের আশা পরিত্যাগ করতে হয়েছে। সেখানকার ইসলামী আন্দোলন জনগণ ও সেনাবাহিনীর সমর্থনে আমেরিকার ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে সক্ষম হয়েছে। আশাহত মার্কিন প্রশাসন তাই সম্প্রতি সুদানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুমুখী তৎপরতা অতীতে চালিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে গড়ে উঠতে না পারে এবং ইসলামপন্থীরা যাতে পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে। জেনারেল আইয়ুব খানকে ব্যবহার করেছে গণতন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ইয়াহিয়াকে ব্যবহার করেছে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে ইসলামী ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেছে। সাম্প্রতিক পাকিস্তানে অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘন ঘন নির্বাচনের যে রাজনীতি তার পিছনেও হাত রয়েছে মার্কিন প্রশাসনের। বেনজীর ভুট্টোর সরকার পাশ্চাত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ২০ মাসের মাথায় পতন ঘটানো এবং নওয়াজ শরীফের সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হয়। শুধুমাত্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করা ছাড়া আর কোন কারণ ছিলনা। কাশ্মীর, আফগানিস্তান ও পারমাণবিক প্রকল্প প্রশ্নে আমেরিকার ইচ্ছানুসারে কাজ না করায় পাকিস্তানের যাবতীয় সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও অস্ত্র পাকিস্তানকে সরবরাহ করা হয়নি।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতা করলেও আমেরিকা ভাবতে পারেনি যে, ওসব মুজাহিদ গ্রুপ অতটা ইসলামপন্থী হবে। ফলে সোভিয়েত সৈন্য অপসারিত হবার পর

www.pathagar.com

থেকে আমেরিকা শুরু করে গড়িমসি। মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মতপার্থক্য কাজে লাগিয়ে একটা সংকট সৃষ্টির চেষ্টাও করা হয়। পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলন, পাকিস্তান, ইরান ও সৌদি আরবের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত একটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যা আমেরিকার নিকট পছন্দনীয় হয়নি। বিশেষ করে কট্টর ইসলামপন্থী গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমেরিকা পছন্দ করতে পারেনি।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলাকালে আমেরিকা ইরাককে সাহায্য করেছে। আমেরিকার ইচ্ছায় সৌদি আরবও ইরাককে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইরাক যখন একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়ে ইসরাইলের জন্য এক চরম হুমকি সৃষ্টি করে তখন আমেরিকা ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, ইরাককে কুয়েত দখলের জন্য পরোক্ষভাবে প্রলোভন দিয়েছে এই আমেরিকাই। কুয়েত দখল ও সৌদি আরবের সীমান্তে হুমকির মাধ্যমে আমেরিকা পরিকল্পিতভাবে উপসাগরীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মূল লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান গ্রহণ এবং তেলক্ষেত্রে সামরিক উপস্থিতি এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ জন্যই জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় বহুজাতিক বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক বিরোধী অভিযান ছিল একটি বড় ধরণের ঘটনা। বিশ্ব সংস্থাকে এমন নির্লজ্জভাবে পাশ্চাত্যের স্বার্থে ব্যবহার করা হলো। যার ফলে জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও কাবা শরীফ রক্ষার নাম করে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকরা বহুজাতিক অভিযানে যোগদানের জন্য সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তথাপি পরবর্তী দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতিসংঘের মাধ্যমে কুয়েত উদ্ধারের পর বাহ্যিকভাবে একটা স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হলেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিম বিশ্বের জনগণ ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের এই অভিযান এবং সৌদি আরবের পবিত্র ভূমিতে মার্কিন সৈন্যের অবতারণাকে ভালোভাবে দেখেনি। ফলে মুসলিম বিশ্বের জনমত আমেরিকার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় বর্বর সার্বীয় হামলার বিরুদ্ধে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য কোন ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানে প্রচন্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ওদিকে আমেরিকার প্রভাবে সোমালিয়ায় জাতিসংঘ বাহিনী পাঠানোর ঘটনাকেও মুসলিম জাহান স্বাগত জানাতে পারেনি। জাতিসংঘ বাহিনী সোমালিয়ায় দখলদার বাহিনীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে ব্যর্থ করার জন্য কোন প্রচেষ্টাই আমেরিকা বাকি রাখেনি। সর্বশক্তি নিয়োগ করেও আমেরিকা সফল হতে পারেনি। আমেরিকা আশা করেছিল বিপ্লবোত্তরকালে তুদেহ পার্টি ও অন্যান্য

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদীরাই ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকে যাবে। দুই বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইরানী বিপ্লব এগিয়ে গিয়েছে। আমেরিকা পুরানো শিয়া-সুন্নী বিরোধ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতেও প্রয়াস পেয়েছে। ইরানে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে বলে পাশ্চাত্যও চিৎকার করেছে। চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মাধ্যমে ইরানকে শায়েস্তা করতে প্রয়াস পেয়েছে। আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইরান ভীতি এবং বিপ্লব রফতানির প্রচার চালিয়ে মুসলিম জাহানে বড় ধরণের অনৈক্য ও সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। মৌলবাদ শব্দটির ব্যবহার ইরান বিপ্লবের পর থেকেই ব্যাপকতর হয়েছে। পাশ্চাত্য গণমাধ্যম ইসলামী আন্দোলনকে 'মৌলবাদী' বলে আখ্যায়িত করছে এবং বর্তমানে এটি একটি 'গালি' হিসাবেই ব্যবহার হচ্ছে ।

৬. পাশ্চাত্য সর্বদাই Double standard নীতি বজায় রেখে এসেছে। নিজেদের জন্য তারা গণতন্ত্রের প্রয়োজন মনে করে। কিন্তু অন্যদের জন্য ততটা প্রয়োজন মনে করে না। বার্মায় গণতন্ত্র না থাকায় বার্মার সামরিক সরকারের সমালোচনা করছে কিন্তু আলজেরিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটের মাধ্যমে ইসলামী ফ্রন্ট বিজয়ী হবার পর ফ্রন্টকে ক্ষমতায় যাবার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে সামরিক জান্তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। অন্য কোন দেশে সামান্য কিছু ঘটলেই মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলে আমেরিকা। কিন্তু খোদ আমেরিকায় বা তার কোন মিত্র দেশে মানবাধিকার পদদলিত হলেও আমেরিকা কোন উচ্চবাচ্য করে না। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমান নিহত হলেও আমেরিকা টুঁ শব্দটি করে না। কিন্তু বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে কোন কিছু হতে না হতেই আমেরিকা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। ইসরাইল নজীরবিহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে, প্রতিদিন ফিলিস্তিনীদের হত্যা করছে, নির্যাতন চালাচ্ছে-আমেরিকা কোনদিন ইসরাইলের সমালোচনা করেনি। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে সুদানী সরকার ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ নিলেও আমেরিকা তার সমালোচনায় সোচ্চার।

৭. বিশেষ করে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপে গণতান্ত্রিক জাগরণ, বার্লিন প্রাচীরের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও সমাজতন্ত্রের বিদায়ের পর আমেরিকা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার শ্লোগানের অন্তরালে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ এক ক্রুসেড শুরু করেছে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমেরিকার নেতৃত্ব ইহুদী প্রভাবিত। এর সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও আগে। তবে প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের সময় থেকেই ইহুদীরা মার্কিন নেতৃত্বের উপর চেপে বসে। প্যালেস্টাইনে ইহুদী পুনর্বাসন পরিকল্পনা তখনই আমেরিকার জোরদার সমর্থন লাভ করে। জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপের মাত্র তিন মাস পর ট্রুম্যান ঘোষণা করেন "I am sorry, gentlmen, but I have to answer to hundreds of thousands who are anxious for the success of

www.pathagar.com

zionism; I do not have hundred of thousands of Arabs among my constituents" [The House of Saud by David Holden and Richard Johns-page 142.] (ভাবানুবাদ ঃ ভদ্র মহোদয়গণ, আমি দুঃখিত, আমাকে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যারা ইহুদীবাদের সাফল্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, আমার নির্বাচনী এলাকায় লক্ষ লক্ষ আরব নেই। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ গোটা বিশ্বকে তার রাজনৈতিক জালে আবদ্ধ করার যে ষড়যন্ত্র ফেঁদেছে তদনুযায়ীই বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্র আমেরিকার ছদ্মাবরণে কাজ করে যাচ্ছে।)

সম্প্রতি করাচী থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে দাবী করা হয়েছে যে, ইহুদী লবী সিআইএর-অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং ইরাকের সামরিক শক্তি বিনাশ সাধনের জন্যই উপসাগরীয় যুদ্ধ বাধানো হয়। এদের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে পাক-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত করে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি খতম করে দেয়া। (The COBWEB world wide Designs of Satan)। সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক ইরান আক্রমণও ছিল সম্পূর্ণরূপে CIA এর পরিকল্পিত। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইরাককে সামরিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছিল। ইরাকের এই সামরিক শক্তি সিআইএ এবং ইসরাইলের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ইরাকের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য সাদ্দাম কিছু ভাড়াটে অর্থনীতিবিদের উপদেশ গ্রহণ করেন। সিআইএ ঐসব অর্থনীতিবিদদের দিয়ে সাদ্দামকে উন্নয়নের সংক্ষেপ পথ নির্দেশ করে। এদেরই প্ররোচনায় পরিণতি বিবেচনা না করে সাদ্দাম কুয়েত দখল করে বসেন। পক্ষান্তরে আমেরিকা কুয়েত রক্ষার নামে ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘকে দিয়ে অবরোধ অনুমোদন করে।

প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে বর্তমানেও যা কিছু হচ্ছে তার পিছনেও সিআইএ সক্রিয়। তার প্রমাণ এতে পাওয়া যায় যে, ১৯৯১ সালে প্রকাশিত বইটিতে পশ্চিম তীরের কিছু এলাকা প্যালেস্টাইনীদের হাতে তুলে দেয়া হবে বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। মোদ্দা কথা আমেরিকা নিজেই এমন এক ইহুদী ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে যার লক্ষ্য হচ্ছে বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গোটা মানবজাতিকে তাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা। ইহুদী ষড়যন্ত্রকারীরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকেই কেবল ভয় করে। তারা মনে করে তাদের 'মহাপরিকল্পনার' বিরুদ্ধে কেবলমাত্র মুসলমানরাই ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর শক্তি রাখে। যে তালমুদ ইহুদীদের বিশ্বাসের প্রধান উৎস সেই তালমুদ সম্পর্কে বলা যায়, "The Talmud constitutes the most dangerous document against man and humanity even more dangerous than the book entitled Mein Campf by adolf Hitler in which he had placed the German people above the peoples of the world, and Manu smriti, the Hinduys Law Book. The Talmud orders the

www.pathagar.com

demolition of all faiths and institutions for the establishment of a world Zionist society for dominating all the states of the world with all possible means. These include the force, frauds, aggression, treachery, dissimulation and lies. It justifies the shedding of blood of non- Jewish people and reducing them to the level of beasts. The Talmud had laid down that a Jew can do anything and may believe in anything he likes. All the matters is that he should be a Jew" [The Unholy Alliance by Aziz H. Abbasi] (ভাবানুবাদঃ -তালমুদ মানব ও মানবতার বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক দলিল। এটি এডলফ হিটলারের মেইন ক্যাম্প, যেখানে তিনি জার্মানীর মানুষকে বিশ্বের সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন এবং হিন্দু আইন বই মনুস্মৃতি থেকেও ভয়ংকর। তালমুদ বিধান মতে, যে কোন মূল্যে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিশ্ব ইহুদী সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্র সমূহের উপর ইহুদী আধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজনে উম্মত্ত শক্তি, প্রতারণা, আক্রমণ, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়া হবে। এজন্য অইহুদী মানুষের রক্তপাত ও তাদের পশুদের মত দমন করাকে তালমুদ ন্যায় সংগত গণ্য করে। তালমুদ বিধানে একজন ইহুদী সব কিছু করতে পারে এবং সে যা চায় তাই বিশ্বাস করতে পারে। এজন্য তার একজন ইহুদী হওয়াই যথেষ্ঠ।) আজকের বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উল্লেখিত ইহুদীবাদীদের কবলে। তাই বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যা ঘটছে তা যে ইহুদীবাদের খেলা নয় তা কি করে বলা যাবে?

৮. বিশ্বের অর্থনীতি, সমরশক্তি, বিজ্ঞান প্রযুক্তি সবকিছুই আজ বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করতলগত। আধিপত্যবাদী ও বিস্তারাকাংখী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ যখন ইসলামকে তাদের জন্য Threat হিসেবে গণ্য করেছে তখন তারা ইসলামের উত্থানের বিরুদ্ধে সার্বিক শক্তি নিয়োজিত করবে এটাই স্বাভাবিক।

পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহলে ইসলামের ব্যাপারে দুটো চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল বুদ্ধিজীবী মনে করছেন ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক কোন যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, "President Clinton should take a cue from one of his predecessors at the white House. John Quincey Adams, and resist the pressures from interested political parties and clients to go "abroad in search of monster to destroy. Indeed searching for imaginary Muslim monsters will involve major costs for the United States." (ভাবানুবাদঃ প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

ক্লিনটনকে তাঁর একজন পূর্বসূরী জন কুইন্সি অ্যাডামস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল ও বিদেশী মক্কেলদের কল্পিত দানব ধ্বংসের অনুসন্ধানে বিদেশে অভিযান চালানোর চাপ প্রতিহত করা। বাস্তবে কল্পিত মুসলিম দানব অনুসন্ধানের ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হবে খুবই ব্যয়বহুল।)

এরা মনে করেন "Islamic movement is not a powerful global ideology competing with democracy. The Islamic resurgence is a response to the confution and anxiety of modernity and a challenge to repressive and corrupt regimes. Indeed the political clout the Islamists now have is due not to the desire of Arabs and others to live under strict Islamic rule, but to the failure of western models of political and economic order, including nationalism and socialism to solve the Middle East's Problems."
(ভাবানুবাদঃ ইসলামী আন্দোলন গণতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করার মত শক্তিশালী কোন বিশ্ব আদর্শ নয়। ইসলামী পুনরুত্থান হচ্ছে আধুনিকতার বিভ্রান্তি ও হতাশার এক সাড়া বা জাগরণ এবং দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। ইসলামপন্থীদের যে রাজনৈতিক সুবিধাটা এখন আছে তা এজন্য নয় যে, আরব বা অন্যরা কঠোর ইসলামী অনুশাসন চায় বরং মধ্য প্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রসহ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতাই এর মূল কারণ।)

এই মতবাদপন্থী পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা ভবিষ্যতে ইসলামী সরকার সমূহের সাথে যাতে আমেরিকার সুসম্পর্ক হতে পারে সেজন্য কৌশল অবলম্বনের পক্ষে। এদের মতে মুসলিম দেশসমূহের প্রতিষ্ঠিত অজনপ্রিয় এবং স্বৈরাচারী সরকারগুলো বিশেষ করে যাদের অনেকে অগণতান্ত্রিক আচরণ করছে এবং মানবাধিকার লংঘন করছে তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য আমেরিকার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই শুধু এ কারণে যে, সরকারগুলো পাশ্চাত্যপন্থী। বরং ঐসব দেশে বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে ইসলামী দলগুলো এবং আগামীতে ক্ষমতায় আসার মত শক্তি অর্জন করছে। এরা মনে করে "In Saudi Arabia, Kuwait and the Arab Gulf States, rampant corruption, bogus legal systems, ineffective armies, mismangaged economies and dependency on the United States have eroded the legitimacy of the regimes." (ভাবানুবাদ ঃ সৌদি আরব, কুয়েতসহ উপসাগরীয় দেশসমূহে লাগামহীন দুর্নীতি, অকার্যকর সেনাবাহিনী, ভূয়া বিচার ব্যবস্থা, বিশৃংখল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা সেখানকার শাসকদের বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।)

www.pathagar.com

ফলে আমেরিকার জন্য উদ্বেগের কারণ এটা হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিজনিত কারণে ইসলামী দল বা সংগঠনই আগামী দিনে বিশ্বের সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। পাশ্চাত্যের জন্য আরও শংকার কারণ হচ্ছে যে, সন্ত্রাসী বলে বা radical বলে ইসলামী আন্দোলনকে চিহ্নিত করার সুযোগ কমে গিয়েছে। "Many Islamic leaders do not fit the image of radicals and terrorists. Working together with secular parties and using the language of political liberalization they have pressed for political reforms that have led to elections in Egypt, Tunisia, Algeria, Jordan and Kuwait and to the establishment of a consultative assembly in Saudi Arabia." (ভাবানুবাদ ঃ ইসলামপন্থী নেতাদের অনেককেই গোঁড়া ও সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়না। তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করছে। রাজনৈতিক উদারীকরণের ভাষা ব্যবহার করছে এবং রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য চাপ দিচ্ছেন।) অনেকটা ইসলামের সাথে সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী এই বুদ্ধিজীবীগণ ইসরাইলের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর শান্তিপূর্ণ অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তারা মনে করেন, ইসরাইলের সাথে আমেরিকার বন্ধন মুসলিম বিশ্বের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ও বিশ্বাসযোগ্যতার পথে প্রতিবন্ধক। তাদের মতে, "America should not lead a crusade for democracy in the Middle East. But neither should it continue, through aid and military support, to provide incentives for maintaining autocratic rule. Removing those incentives might force those rulers to begin reforming their political systems. If they refuse to do that, Washington should adopt a policy of benign neglect toward the coming political changes in the region. Disengaging from the Saudis and the other Middle Eastern despots will ensure that when new regimes come to power, they will not direct their wrath against Washington but against those external powers, like France, who might find it in their interest to maintain in power groups like Algeria's National Liberation Front. The interest of America lies not in isolating but in maintaining friendly relations with the new Islamic Governments and in playing into the hands of the liberal and democratic elements in their countries through trade and communication. By doing this America will best serve both its own interests and the interests of the people of the Middle East." [What Green Peril?-Leon T. Hader] (ভাবানুবাদ ঃ মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের জন্য আমেরিকার ক্রুসেড পরিচালনা করা উচিত নয়। কিন্তু স্বৈরশাসনকে উৎসাহ প্রদানের জন্য স্বৈরশাসন

www.pathagar.com

অব্যাহত রাখার জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দান অব্যাহত রাখাও উচিত নয়। এসব স্বৈরশাসকদের সহায়তা প্রদান বন্ধ করলেই তারা রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে বাধ্য হবে। যদি তারা তা করতে অস্বীকার করে তবে ওয়াশিংটনের এমন নীতি অবলম্বন করা উচিত যাতে রাজনৈতিক পরিবর্তন অত্যাসন্ন হয়। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্বেচ্ছাচারী শাসকদের সম্পর্কচ্ছেদ করা হলে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ না হয়ে ফ্রান্সের মত বাইরের শক্তিগুলোর উপরই ক্ষুব্ধ হবে । ফ্রান্স যেমন নিজস্বার্থেই আলজেরিয়াতে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের মত 'পাওয়ার' গ্রুপের অবস্থান প্রয়োজনীয় মনে করেছে। ইসলামী সরকারগুলোর থেকে বিচ্ছিন্নতা নয় বরং তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক রক্ষা এবং উদার ও গণতন্ত্রমনাদের নিয়ে খেলার মধ্যেই আমেরিকার স্বার্থ নিহিত রয়েছে। এর মাধ্যমেই আমেরিকা উত্তমভাবে তার নিজের এবং মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষন করতে সক্ষম।)

৯. পাশ্চাত্যের রাজনীতি বিশারদদের অপর অংশ মনে করেন যে, Islam is a growing power. মুসলিম বিশ্বের সরকারসমূহ অধিকতর ইসলামী সংস্কার প্রশ্নে এখন জনগণের চাপের সম্মুখীন। ইসলামী সরকার ও সমাজ কায়েমের আকাংখা এখন ব্যাপক। "Even in countries where there is little prospects that Islamic forces will rule in the near future, Islam has become the vocabulary of life, changing the language of politics, fundamental aspects of national culture and longstanding ethnic traditions."-(ভাবানুবাদঃ এমনকি যেসব দেশে ইসলামী শক্তির শাসন ক্ষমতায় আসার খুব কমই সম্ভাবনা রয়েছে সেসব দেশেও ইসলাম জীবন্ত শব্দাবলীতে পরিণত হয়েছে এবং রাজনীতির ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতির মৌলিক দিক এবং দীর্ঘ স্থায়ী নৃতাত্বিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করছে।) পাশ্চাত্যকে সতর্ক করে দিয়ে তারা বলেছেন, পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর উচিত ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের প্রত্যাখ্যান করা। "For despite their rhetorical commitment to democracy and pluralism, virtually all militant Islamists oppose both. They were and are likely to remain, anti-western, anti-American and anti-Israeli." (ভাবানুবাদঃ গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের প্রতি তাদের অসার বাগাড়ম্বরপূর্ণ অংগীকার থাকা সত্ত্বেও কার্যতঃ সকল মিলিট্যান্ট ইসলামপন্থীগণ উভয়টারই বিরোধিতা করে। তারা পাশ্চাত্য বিরোধী, আমেরিকা বিরোধী এবং ইসরাইল বিরোধী ছিল ও আছে।")

আমেরিকান প্রশাসন good and bad Islamists বলে ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য রচনা করতে চাচ্ছে। কিন্তু কিভাবে তারা এ পার্থক্য করবেন? সুদান ও ইরান সরকারকে তারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যায়িত করছে। যেসব ইসলামপন্থী পরিচয় দানকারী খাঁটি ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করছে ওয়াশিংটন তাদের সমর্থন দিচ্ছে। যেমন মুজাহিদীনে খালক ও আফগানিস্তানের কোন কোন বিদ্রোহী গ্রুপ। ইসলামী আন্দোলনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এ নিয়ে আমেরিকা বিভ্রান্তিতে আছে। ১৯৯২ সালের জুন মাসে Assistant Secretary Edward Djerejan তার বিখ্যাত 'Meridian House' Declaration এ ইসলাম সম্পর্কে ক্লিনটন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "America had nothing against Islam, "One of the World's great faiths" and "a historic civilizing force among the many that have influenced and enriched our culture." "America has nothing against believers living in different countries placing renewed emphasis on Islamic principles." (ভাবানুবাদঃ ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকার কিছু বলার নেই। ইসলাম হচ্ছে বিশ্বের মহান ধর্মসমূহের একটি এবং যে সব ঐতিহাসিক সভ্যতা নানাভাবে আমেরিকার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে ইসলাম হচ্ছে তার একটি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব বিশ্বাসীরা বসবাস করছেন এবং ইসলামের মূলনীতি পুনরুজ্জীবিত করার উপর জোর দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার কিছু করার নেই।) আবার অন্য দিকে বলছেন, "But Washington was opposed to those who used religion as a cover extremism and violence."(ভাবানুবাদঃ কিন্তু ওয়াশিংটনের আপত্তি তাদের বিরুদ্ধে যারা ধর্মকে সন্ত্রাস ও চরমপন্থায় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।) এখানে উল্লেখ্য যে, শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর আচরণ, অমানবিক নির্যাতন মধ্যপ্রাচ্যে কিছু যুবককে সশস্ত্র পথে ঠেলে দিয়েছে। এসব কতিপয় ক্ষুদ্র গ্রুপের তৎপরতাকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সরকার এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। অবশ্য mainstream Islamic Movement মুসলিম ব্রাদারহুড, আল নাহদা (তিউনিসিয়া) এবং FIS (আলজিরিয়া) এর সাথে Violence or terrorism-এর কোন সম্পর্ক নেই।

১০. ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে সুদানের রাজধানী খার্তুমে ৫৫টি দেশের ইসলামী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নিজ নিজ দেশের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সাধারণ কৌশলের খসড়া তৈরী করা হয়। সুদানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ডঃ হাসান তুরাবী ছিলেন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। তিউনিসিয়ার রশিদ আল গানুশী, মিশরের ইব্রাহীম সুকরী, আফগানিস্তানের গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার, আলজিরিয়ার আব্বাসী মাদানী এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আরব দেশের বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে জর্জ হাবাশও এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনকে পশ্চিমা জগৎ

www.pathagar.com

আধুনিককালের এক বড় ধরনের তাৎপর্যময় ঘটনা মনে করে। এই সম্মেলনে গৃহীত ইশতেহারে বলা হয়, "আমেরিকা ও পাশ্চাত্য যতই শক্তিশালী হোক না কেন 'আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম'। ইসলামের সংগ্রাম হচ্ছে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে এবং নিজ নিজ দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্যে।" এই সম্মেলনের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে শিয়া ইরান এবং সুন্নী সুদানের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন। শিয়া-সুন্নীর ঐতিহাসিক শত্রুতা ও বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে যাক- এটা আমেরিকার নিকট অপছন্দনীয়। তাই তারা এই সম্মেলনকে ভালোভাবে দেখেনি। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আরব বিশ্বের জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠার সম্ভাবনায় পাশ্চাত্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে। খার্তুম সম্মেলনকে ইসলামী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত মনে করে পাশ্চাত্য। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনসমূহ যতটা বেপরোয়া তাতে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মনে করে অনেক দেশেই ইসলামী আন্দোলনসমূহ সংগঠিত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে। কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনে তারাই লাভবান হবে। এ জন্যই তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করার পক্ষে। "United States supports as a matter of principle the seperation of temporal from spiritual power in government." [The Challenge of Radical Islam-Judith Miller.] যেহেতু ইসলাম আমেরিকার জন্য ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ তাই পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের এই অংশ ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমেরিকাকে সতর্ক থাকার আহবান জানায়। ইরান আণবিক শক্তি অর্জন ছাড়াই আমেরিকান পণবন্দী ইস্যু ব্যবহার করে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নির্বাচনের উপর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। নিউইয়র্ক বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার উল্লেখ করে বলা হচ্ছে ইসলামী জাগরণ আমেরিকার নিজ রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরে পর্যন্ত আঘাত হানছে। তারা মনে করেন, কমিউনিজমের শিকল থেকে মুক্ত বিশ্ব ইসলামের 'অন্ধকার' স্বৈরশাসনে প্রত্যাবর্তন করবে এটা মেনে নেয়া যায় না।

১১. নিবন্ধের সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্ব রাজনীতি এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। গোটা বিশ্বে প্রভাব সৃষ্টিকারী পাশ্চাত্য সভ্যতা থমকে দাঁড়িয়েছে এবং অবক্ষয়ের পথে যাত্রা শুরু করেছে। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পতন ঘটিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্ম মানব সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে মজবুত ও সংহত করেছে। যখনই কোন সমাজে মানব মন্ডলীর আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে তখনই সেই সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করে নেয়ার ফলে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টান ধর্মকেই শুধু বিপন্ন করেনি বরং বৈরাগ্যবাদ সরকার ও রাষ্ট্রীয় কর্ম থেকে সৎ শক্তিকে প্রত্যাহারের মাধ্যমে জঘন্য

www.pathagar.com

স্বৈরতন্ত্র কায়েমের পথ প্রশস্ত করে। স্বাধীন জাতিগুলো যখন তাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিত্যাগ করে, তখন তারা স্বাধীনতার আকাংখা এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। কর্মক্ষেত্র না পেলে রাজনৈতিক প্রতিভা ও উচ্চাকাংখা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং গোলাম সুলভ ও দুর্বলতাজনিত অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধর্মকে আলাদা করার শ্লোগান পাশ্চাত্যের আরেকটি বড় ধরনের শয়তানী চাল। এর মাধ্যমে ওরা সৎ ও ধার্মিক লোকদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে সরিয়ে রেখে স্বার্থপর ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিকাশ ঘটাতে চায় যারা হবে পাশ্চাত্যের দাসানুদাস।

পাশ্চাত্য মানব জাতিকে জড়বাদী সভ্যতার গোলামে পরিণত করেছে। মানুষরূপী শয়তানী শক্তি মানুষের প্রভু সেজে বসেছে। মানুষের তৈরী সমস্ত মতবাদ মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করেছে। এই দাসত্বের শৃংখল থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। আর কোন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে এই শক্তি নেই। ইসলামের একত্ববাদ সব রকমের অধীনতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাকে কেবল মাত্র আল্লাহর অধীন করতে এসেছে।

১২. পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ আজকের এই পৃথিবী নামক গ্রহের অধিবাসীদের জন্য যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে সে ব্যাপারেই "বিশ্বমানবতাকে আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে কি অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা পূর্ণভাবে মেনে চলে বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল জীবন-যাত্রা করবে, না মানব রচিত কোন মতবাদ অনুসরণ করবে। ..... আমাদের বিশ্বাস মানুষ আল্লাহর দিকেই ফিরে আসবে, ফিরে আসবে তার হেদায়াতের দিকে। মানব সভ্যতার আসন্ন ভবিষ্যৎ ইসলামের জন্যই নির্ধারিত। আমাদের আস্থা যে, গতিশীল মানব জীবনের উপযোগী ইসলামী ব্যবস্থাকে বিকৃত করার সব হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।" (আগামী দিনের জীবন বিধান-সাইয়েদ কুতুব)।

মহাশক্তিধর জড়বাদী সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিপর্যয় সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ তাদের মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ অনেক আগেই করে গিয়েছেন। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা মওদূদী (রঃ) বলে গিয়েছেন- "সমস্ত আলামত এ কথা ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের গড়া সমস্ত মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং ভীষণভাবে ব্যর্থও হয়েছে। বর্তমানে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই" (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন/তাজদীদে এহিয়ায়ে দ্বীনঃ মাওলানা মওদূদী। ১৯৪৩ সালে প্রথম প্রকাশ।) অনুরূপভাবে আল্লামা ইকবালও নতুন জেগে উঠা এক পৃথিবীর কল্পনা করেছেন। ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী আধুনিক বিশ্বের

www.pathagar.com

আরেক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা মিঃ মিখাইল গর্বাচভকে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক পত্রে বলেছেন, "কমিউনিজমের মৃত্যু হয়েছে এবং কমিউনিজম এখন জাদুঘরে রাখার বস্তু। কিন্তু আমাদের মতে বিশ্ব ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে না যে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানব সমস্যার সমাধান বা মানবতার মুক্তির পথ। .....ওটি একটি বস্তুবাদী মতবাদ এবং বস্তুবাদ দ্বারা বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাবাদের অনুপস্থিতির সমস্যা থেকে মানবজাতি মুক্তি পেতে পারেনা।"

সাইয়েদ কুতুব শহীদ আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন- "It is essential for mankind to have a new leadership. The leadership of mankind by western men is now on the decline, not because western culture has become poor materially or because its economic and military power has become weak. The period of the western system has come to an end primarily because it is deprived of there life giving value which enabled it to be the leader of mankind."[Milestone: Sayed Qutb.] (ভাবানুবাদঃ মানবজাতির জন্য আজ প্রয়োজন নতুন নেতৃত্বের। পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব আজ ক্ষয়িষ্ণু। এটা এ কারণে নয় যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বস্তুগতভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েছে অথবা অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তির দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য ব্যবস্থার পতন অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে প্রাসঙ্গিকভাবে এ কারণে যে, যে মূল্যবোধ এই সভ্যতার প্রাণ শক্তি ছিল এবং মানবতার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছিল সেই মূল্যবোধ থেকে পাশ্চাত্য আজ বঞ্চিত।)

১৩. পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করছেন। এক সময় এমন ছিল যে, পৃথিবীতে রাজায় রাজায় কিংবা শাসকে শাসকে অথবা সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে সংঘাত ছিল। জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান ও ফরাসী বিপ্লবের পর রাজনীতির সংঘাত হয় জাতিতে জাতিতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে "The Wars of kings were over; the wars of peoples had begun." প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ নাগাদ সেই অবস্থা অব্যাহত ছিল। এরপর বিশ্ব রাজনীতিতে কমিউনিজম ফ্যাসিজম-নাজিজম এবং উদার গণতন্ত্রের সংঘাত চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্নায়ুযুদ্ধের সময় এই সংঘাত ছিল দুই পরাশক্তির সংঘাত। এই সংঘাতসমূহ ছিল প্রধানত পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যন্তরে। কেননা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র দুটোই মূলতঃ পাশ্চাত্য মতবাদ। পৃথিবীতে অনেক সভ্যতার উত্থান পতন হয়েছে। A Study of History গ্রন্থে Arnold Toynbee ২১টি প্রধান সভ্যতার উল্লেখ করেছেন সমসাময়িক বিশ্বে যার মাত্র ৬টির সন্ধান পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগামী দিনের বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে সে সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য লেখক বলেন, "It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future." [The Clash of Civilization –Samuel P. Huntington.] (ভাবানুবাদঃ এটা আমার ধারণা যে, এই নতুন বিশ্বে সংঘাতের মৌল উৎস প্রাথমিকভাবে আদর্শিক বা অর্থনৈতিক নয়। মানব জাতির বিশাল বিভাজন ও সংঘাতের প্রভাব বিস্তারকারী উৎস হবে সংস্কৃতি। বিশ্ব ঘটনাবলীর শক্তিশালী নায়কের ভূমিকায় থাকবে জাতি-রাষ্ট্রসমূহ কিন্তু আন্তর্জাতিক বা গোলার্ধীয় রাজনীতির প্রধান দ্বন্দ্বই হবে জাতি ও বিভিন্ন সভ্যতার গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে। সভ্যতার সংঘাতই গোলার্ধীয় রাজনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। বিভিন্ন সভ্যতার অক্ষমতা বা ত্রুটি রেখাই হবে আগামী দিনের লড়াইয়ের সীমানা।)

সভ্যতার সংঘাত হতে পারে পৃথিবীর বর্তমান সাত/আটটি সভ্যতার মধ্যে। এসব সভ্যতা হচ্ছেঃ- পাশ্চাত্য, কনফুসিয়ান, জাপানী, ইসলামী, হিন্দু, স্লাভিক-অর্থোডক্স ল্যাটিন অ্যামেরিকান এবং সম্ভবতঃ আফ্রিকান। "Civilizations are differentiated each other by history, language, culture, tradition and most important, religion. The people of different civilizations have different views on the relations between God and man, the individual and the group, the citizen and the state, parents and children, husband and wife, as well as differing views of the relative importance of rights and responsibilities, liberty and authority, equality and hierarchy. These differences are the product of centuries. They will not soon disappear. They are far more fundamental than differences among political ideologies and political regimes." [Clash of Civilizations] (ভাবানুবাদ ঃ এক সভ্যতা থেকে অপর একটি সভ্যতার পার্থক্য নির্ধারিত হয় ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি ধর্মের মাধ্যমে। স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন সভ্যতার লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি পোষণ করে থাকে। অনুরূপ ব্যক্তি ও গোষ্ঠি, নাগরিক ও রাষ্ট্র, পিতা ও সন্তান, স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক প্রসঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। অধিকার ও কতর্ব্যের আপেক্ষিক

www.pathagar.com

গুরুত্ব, স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব, সাম্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কেও আছে ভিন্ন ভিন্ন মতামত।)

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমান্বয়ে স্থানীয় পরিচিতি হারিয়ে ফেলছে এবং আত্মপরিচিতি জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসছে ধর্ম এবং ধর্মীয় আন্দোলন। মৌলবাদী বলে চিত্রিত এসব ধর্মীয় আন্দোলন হচ্ছে-পাশ্চাত্যের খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ, বুদ্ধের মতাদর্শ, হিন্দুবাদ এবং ইসলাম।

George Weigel মন্তব্য করেছেন "The unsecularization of the world is one of the dominant social facts of life in the late twentieth century." (ভাবানুবাদঃ অধর্ম নিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়া বিংশ শতাব্দী শেষের দিককার সমাজ জীবনের প্রধান বাস্তবতা।) আরেকজন পাশ্চাত্য পন্ডিতের মতে, "The revival of religion provides a basis for identity and commitment that transcends national boundaries and unites civilizations." (ভাবানুবাদঃ ধর্মের পুনরুজ্জীবন মানুষের এমন পরিচিত ও অঙ্গীকার করে যা জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে এবং সভ্যতাসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে)। ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। ফলে অপাশ্চাত্য জগতে শুরু হয়েছে আরেক ভিন্নধর্মী প্রবণতা। যার ফলে জাপানে 'এশীয়করণ,' ভারতে 'হিন্দুকরণ, মধ্যপ্রাচ্যে ও মুসলিম বিশ্বে পুনঃইসলামীকরণ এবং রাশিয়ায় চলছে বিতর্ক পাশ্চাত্যকরণ বনাম রাশিয়ানকরণের মধ্যে। রাজনৈতিক পরিচিতি যত সহজে পরিত্যাগ করা যায়, যেমন সাবেক কমিউনিষ্টরা এখন সাচ্চা গণতন্ত্রী হয়ে গেছেন বা সাবেক আন্তর্জাতিকতাবাদীরা হয়ে গেছেন কট্টর জাতীয়তাবাদী। কিন্তু একজন আজেরীর পক্ষে একজন আর্মেনিয়ান হওয়া বা একজন এস্তোনিয়ানের পক্ষে রাশিয়ান হওয়া সহজ নয়। শ্রেণী ও আদর্শের সংঘাতে মানুষ পক্ষ পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার সংঘাতের প্রশ্নে 'আপনি কে' এই প্রশ্নের জবাব নির্ধারিত এবং তা পরিবর্তন করা যায় না। "Even more than ethnicity, religion discriminates sharply and exclusively among people. A person can be half-French and half-Arab and simultaneously even a citizen of two countries. It is more difficult to be half-Catholic and half-Muslim." (ভাবানুবাদ ঃ নেতৃত্বের চাইতেও ধর্ম মানুষের মধ্যে সূক্ষ্ম ও বিশেষভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে। একজন ব্যক্তি আধা-ফ্রেঞ্চ এবং আধা-আরব এবং একই সাথে দুই দেশের নাগরিক হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষের পক্ষে একই সাথে একজন অর্ধ-ক্যাথলিক এবং একজন অর্ধ-মুসলিম হওয়া কঠিন।)

www.pathagar.com

১৪. পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে অন্যান্য সভ্যতার যে কোন সংঘাত নেই এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের সংঘাত দীর্ঘ দিনের। ইসলাম ও পাশ্চাত্য শক্তির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাত। ১৯৯০ সালের পর ইসলামের ব্যাপারে পাশ্চাত্যে অসহিষ্ণুতাও বেড়ে চলেছে। ইতালী, ফ্রান্স ও জার্মানীতে বর্ণবাদী দাঙ্গা, আরব ও তুর্কীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয় সাংবাদিক এম জে আকবরের ভাষায় "The West's next confrontation is definitely going to come from the Muslim World. It is in the sweep of the Islamic nations from the Maghreb to Pakistan that the struggle for a new world order will begin." (ভাবানুবাদঃ নিশ্চিতভাবেই পাশ্চাত্যের পরবর্তী সংঘাত হতে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের সাথে। মাগরেব থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত ইসলামী জাতিসমূহের মধ্যে দ্রুত গতিতে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু হবে)। Bernard Lewis. তার The Roots of Muslim Rage." শীর্ষক নিবন্ধে অনুরূপ উপসংহার টেনে বলেছেন, "This is no less than a Clash of Civilizations-perhaps irrational but surely historic reaction of an ancient rival against our Judeo-Christian heritage, our secular present and the world wide expansion of both." (ভাবানুবাদঃ এটা সভ্যতার সংঘাতের চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ সংঘাত অযৌক্তিক হতে পারে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এটা আমাদের ইহুদী-খৃষ্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বীর ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া।)

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় পাশ্চাত্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। In the short term it is clearly in the interest of the west to promote greater co-operation and unity within its own civilization, particularly between its European and North American compononts; to incorporate into the west societies in Eastern Europe and Latin America whose cultures are close to these of the west; to promote and maintain co-operative relations with Russia and Japan; to prevent escalation of local inter-civilization conflicts into major inter-civilization wars; to limit the expansion of the military strength of confucian and Islamic states; to moderate the reduction of Western military capabilities and maintain military superiority in East and South West Asia; to exploit differences and conflicts among Confucian and Islamic States; to support in other civilizations groups sympathetic toWestern values and

www.pathagar.com

interest; to strengthen international institutions that reflect and legitimate Western interests and values and to promote the involvement of Non-Western states in those institutions. [The Clash of Civilizations-Samuel P. Huntington] (ভাবানুবাদঃ স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে এটা পরিষ্কার যে, পাশ্চাত্যের স্বার্থেই পাশ্চাত্যকে নিজেদের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষ করে এর ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার অংশের মধ্যে। পূর্ব ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকা যাদের সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের নিকটবর্তী বা কাছাকাছি তাদেরকে পাশ্চাত্যের সাথে একীভূত করতে হবে। রাশিয়া ও জাপানের সাথে সহযোগিতা সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় অন্তঃসভ্যতার সংঘাতগুলো যাতে বৃহৎ সভ্যতার যুদ্ধসংঘাতে রূপ নিতে না পারে বা তার তীব্রতা প্রতিহত করতে হবে।

কনফুসিয়ান ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সামরিক শক্তি সম্প্রসারণকে সীমিত করতে হবে। পাশ্চাত্যের সামরিক শক্তি কমানোর বিষয়টি সীমিত করা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক প্রাধান্য বজায় রাখা। কনফুসিয়ান ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার মত-পার্থক্য ও সংঘাতসমূহকে কাজে লাগানো। পশ্চিমা স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য সভ্যতা ও গোষ্ঠিসমূহকে সমর্থন দান করা। পশ্চিমা স্বার্থ ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায় এবং বৈধতা দান করে এবং অপশ্চিমা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এমন সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ।)

১৫. রাজনৈতিকভাবে ইহুদীবাদ-খৃষ্টবাদ এবং উগ্র হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ইসলাম তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে। ইউরোপের বুকে বসনিয়ায় মুসলিম নিধন, প্যালেস্টাইনের জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদী নিপীড়ন এবং ভারতে মুসলিম গণহত্যা কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বর্বরোচিত অভিযান একসূত্রে গাঁথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপ-ইসরাইল-ভারতের অবস্থান ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্য একটি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এই বলে যে, "তারা ইসলাম ও তার অনুসারীদের শ্রদ্ধা করে থাকে। ইসলাম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষগুলোকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে তাদের নিয়ে যারা ধর্ম, জাতীয়তা বা গোষ্ঠীগত উৎস নির্বিশেষে সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত হচ্ছে। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার কারণেই অনেক দেশেই সহিংসতা ও বিয়োগান্তক ঘটনায় লিপ্ত হয়েছে।" (সম্পাদকীয় ভয়েস অব আমেরিকা ২৫শে আগষ্ট ১৯৩৩।) কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের কোন্ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার কারণে তাদেরকে নিজস্ব ভিটেবাড়ী থেকে উৎখাত করে ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছিল?

www.pathagar.com

মিসরীয় মুসলমানদের কোন্ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য মুসলমানদের প্রিয় সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমীনের হাজার হাজার নেতা ও কর্মীর উপর ইতিহাসের নির্মম নির্যাতন চালানো হয়? কাশ্মীরের মুসলমানরা জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করে কোন্ সন্ত্রাস করেছিল ফলে তাদের উপর আজ চার যুগ যাবত যুলুম চলছে? আফগানিস্তানের মুসলমানরা কি অপরাধ করেছিল যে কারণে ১৪টি বছর সংগ্রাম করে ১০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হলো? আলজিরিয়ার মুসলমানরা FIS কে ভোট দিয়ে কি সন্ত্রাস করেছিল যার কারণে তাদের নির্বাচন বিজয় নস্যাৎ করে দিয়ে পশ্চিমাদের গোলাম শাসকগোষ্ঠী চালাচ্ছে যুলুম ও নির্যাতন? ফিলিস্তিনের ৪১৫ জন মুসলমান কি সন্ত্রাস করেছিল যার কারণে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে? মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য যে আজ নির্মূল অভিযানে নেমেছে এসব ঘটনা প্রবাহ থেকেই তা পরিষ্কার।

#

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১. ব্যাপক দাওয়াত

পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই মুসলমানদের টিকে থাকতে হবে। ইসলাম পাশ্চাত্যের মানুষগুলোর বিরুদ্ধে নয়। "তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া কিছু তালাশ করে? অথচ আসমান ও পৃথিবীর সবকিছু স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছে। তার দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।" (আলে ইমরান)

"ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটা সাময়িক ব্যবস্থা নয়। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ের জন্য তা অবতীর্ণ হয়নি। কোন একটি সংকীর্ণ পরিসরের জন্যেও তা প্রেরিত হয়নি। কোন বিশেষ পরিবেশ বা জেনারেশনের জন্যও তা নির্দিষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে গতিশীল মানব জীবনের জন্য একটা মৌলিক বিধান। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তার জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনি এক বৈশিষ্ট্য দিয়েই ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই সত্য পথের অনুসৃতির মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হতে পারে। নির্ভেজালভাবে আল্লাহর ইবাদত করেই মানুষ সম্মানিত হতে পারে।" (আগামী দিনের জীবন বিধান-সাইয়েদ কুতুব) সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের জন্য আজ এটাই সবচাইতে বড় কাজ যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের গোটা মানবজাতির সামনে ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাপক তাফসীর বিশ্বব্যাপী ছড়াতে হবে। হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচারের পাশাপাশি ইসলামের উন্নত সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী প্রচারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে। মানব জাতির সামনে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

২. জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝান্ডা

আধুনিক সমস্যার যথাযথ উপলব্ধি এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ আজকের সময়ের দাবী, "নিরেট বস্তুতান্ত্রিকতার ক্রোড়ে লালিত এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে আমাদের উপর চেপে বসেছে। তাই সভ্যতার চিন্তা পদ্ধতি ও কর্মকৌশল উভয়েরই ইমারত গড়ে উঠেছে ভ্রান্ত বুনিয়াদের উপর। এর দর্শন, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি, আইন-কানুন ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসই এক ভ্রান্ত জায়গা থেকে যাত্রা করে এক ভ্রান্ত পথে উৎকর্ষ লাভ করে এসেছে। আর বর্তমানে সে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, তার ধ্বংসের শেষ প্রান্ত খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।" (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ঃ মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী।) পাশ্চাত্য সভ্যতার ভ্রান্তি থেকে মানব জাতিকে মুক্তির পথে

www.pathagar.com

পরিচালিত করতে হলে মুসলমানদের জিহাদী ও ইজতেহাদী শক্তি উজ্জীবিত করতে হবে। জিহাদ ও ইজতেহাদের যে ঝান্ডা মুসলমানরা দূরে নিক্ষেপ করেছিল তা আবার হাতে তুলে নিতে হবে। যেসব কার্যকরী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বাস্তব প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য জাতিগুলো বস্তুগত উন্নতি লাভ করেছে ইজতেহাদী শক্তি দ্বারা সেগুলোকে আয়ত্বাধীন করে নিয়ে ইসলামী নীতির আলোকে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বে যারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইসলামের নীতি ও ভিত্তি, ইসলামী সভ্যতার প্রাণবস্তু এবং ইসলামের সমাজ পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

৩. মুসলমানদের শক্তির উৎস

কুরআন মজিদ মুসলমানদের উন্নতি, তাদের শক্তি বৃদ্ধি, তাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব লাভ এবং অন্য সকল জাতির উপর বিজয়ী হবার জন্য শুধু ঈমান ও সৎ কর্মকেই একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করেছে। আজকের দুনিয়ায় যে জিনিসগুলোকে উন্নতির হেতু বলে গণ্য করা হয় তার অভাবকে কোথাও পতনের হেতু বলে উল্লেখ করা হয়নি। ঈমান ও সৎ কর্মের অধিকারীদের আল্লাহ দুনিয়ায় খিলাফত দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। অবশ্য এর অর্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও বস্তুগত উন্নতির অন্যবিধ উপায়-উপকরণের গুরুত্ব না দেয়া নয়। বরং ঈমানী শক্তির পাশাপাশি মুসলিম জাহানকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তির শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনকে যেসব বিষয় অগ্রাধিকার দিতে হবে এটি তাদের মধ্যে অন্যতম। মনে রাখতে হবে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানরা যখন পিছিয়ে পড়ে তখন থেকেই বিশ্ব নেতৃত্ব তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

৪. ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা

বিশ্বের মানবজাতির জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তা যে আজ অনিবার্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামী সরকার কায়েম করা ছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার সুফল মানবজাতি পেতে পারে না। অর্থাৎ ইসলামকে রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করতে না পারলে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামী সরকার গঠনের জন্য বিশেষ করে মুসলিম দেশের ইসলামী আন্দোলনসমূহকে রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কোন কোন দেশে দীর্ঘ দিন যাবত ইসলামী আন্দোলন চলা সত্ত্বেও ইসলামী সরকার গঠনে তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ায় আন্দোলনের কার্যকারিতা নিয়ে কোন কোন মহল প্রশ্ন তুলছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী আন্দোলন চলার ফলেই আজ গোটা বিশ্বে ইসলাম একটি শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ইসলামী

www.pathagar.com

সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইসলামী সরকার গঠন এখন অনেক দেশেই সময়ের ব্যাপার মাত্র। যেসব সরকার ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভূমিকায় লিপ্ত তাদেরকে গণবিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে।

৫. ঐক্য

অনৈক্য মুসলিম বিশ্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সমস্যা। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য বজায় রেখেছে কূটকৌশলের মাধ্যমে। মুসলিম দেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করছে। মুসলিম দেশের অভ্যন্তরেও ইসলামী শক্তিসমূহ ঐক্যের অভাবে যেমন জনতার আকাংখা অনুযায়ী ইসলামী সরকার এবং সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাফল্য লাভ করতে পারছে না তেমনি মুসলিম দেশগুলোও কার্যকর ঐক্যের অভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে অথবা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে পারছে না। মুসলমানদের যে জনসম্পদ, তেল সম্পদ, খনিজ সম্পদ রয়েছে তার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতিতে কাংখিত ভূমিকা পালনের জন্য ঐক্যের কোন বিকল্প নেই।

৬. ওআইসিকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা

যে প্রত্যাশা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে ওআইসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা পূরণ হয়নি। ওআইসিকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালনের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মুসলিম সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্য তার স্বার্থের বিনিময়ে কোন মুসলিম দেশ বা শাসককেই আনুকূল্য প্রদর্শন করবে না। তুরস্কের মরহুম প্রেসিডেন্ট তুরগুত ওজাল ইউরোপিয়ান কমিউনিটিতে তুরস্ককে কেন নেয়া হলো না এ প্রসংগে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন- "The real reason is that we are Muslims and they are christians." যেসব মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ তাদেরও বিপদকালে পাশ্চাত্য তাদের পাশে দাঁড়াবে না। মুসলিম বিশ্বের জনগণই তাদের বড় সম্বল। সুতরাং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা এখনও পাশ্চাত্যের অনুসরণ করছেন তাদের বোধোদয় হওয়া উচিত। শুধু ওআইসি নয় বরং ওআইসির অধীন বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে কার্যকর ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা আজকের বিশ্ব মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, দারিদ্র ও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

৭. সামরিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম বিশ্ব তার সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ করতে পারে। পাশ্চাত্য সামরিক শক্তি অর্জনের পর অন্যদের পিছিয়ে রাখার জন্য যে প্রচারণা চালাচ্ছে তাতে বিভ্রান্ত হবার কোন অবকাশ নেই। "The West in effect is using international institutions, military power and economic resources to run the world in ways that will maintain Western predominance, protect Western interests and promote Western political and economic values." [Foreign Affairs Vol 72 No. 3] (ভাবানুবাদঃ পাশ্চাত্য কার্যত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক উৎসসমূহকে ব্যবহার করছে বিশ্বকে এমনভাবে পরিচালিত করতে যাতে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য, পাশ্চাত্যের স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং পশ্চিমা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ উৎসাহিত হয়।) সুতরাং মুসলমানদের সামরিক ও প্রতিরক্ষা শক্তিকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে।

৮. পাশ্চাত্য বিরোধী জোট

মুসলিম বিশ্বের জনগণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। উপসাগরীয় যুদ্ধে এটা প্রমাণিত হয়েছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ও বিশেষ করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ঘটনাবলীর পর মুসলিম জাহান বিক্ষুব্ধ অগ্নিগিরিতে পরিণত হয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও প্রাচ্যের অন্যান্য অমুসলিম দেশের জনগণও মূলতঃ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। চীনের ভূমিকা আগামী দিনের বিশ্ব রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে ধরে নেয়া যায়। চীনের সাথে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে আশাব্যঞ্জক। এই মৈত্রীকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি অর্জন করেছে। ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সৌদি আরব, আলজিরিয়া, মিশরসহ যেসব মুসলিম দেশ পারমাণবিক শক্তি অর্জনে আকাংখী তাদের প্রয়াসকে আরও জোরদার করতে হবে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াও এ সামর্থ অর্জনে সফল হতে পারে। পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় কনফুসিয়ান-ইসলামিক জোট খুবই কার্যকর হতে পারে বলে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরাও বিশ্বাস করেন। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্য এ অভিযোগ করছে।

৯. বিদেশ নির্ভরতা পরিহার

মুসলিম দেশগুলোকে যত শীঘ্র সম্ভব বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। পশ্চিমা ঋণদাতা দেশসমূহ এবং বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের শর্তাধীন ঋণ গ্রহণের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এ জন্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিনিময় ও বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।

www.pathagar.com

আমেরিকা নিজেই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশী ঋণগ্রস্ত দেশ। আমেরিকার বর্তমান বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩০০ বিলিয়ন ডলার। তার ঘাটতি অর্থনীতিকে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা অত সহজ নয়। তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর উচিত হবে ক্রমান্বয়ে তাদের ব্যাংক আমানত পশ্চিমা দেশগুলো থেকে স্থানান্তর করা। পশ্চিমা এনজিওসমূহ দরিদ্র মুসলিম দেশে যে অবাধ বিচরণ করছে তার মোকাবিলায় মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য ও সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মানুষে মানুষে ধন বৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্য দূর করতে হবে।

১০. নিজস্ব গণমাধ্যম ও প্রচার কৌশল

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবন ধারা ও সংস্কৃতি মুসলিম জাহানে নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে আসছে। মুসলমানদের পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। পাশ্চাত্যের 'গণমাধ্যম সাম্রাজ্যবাদ' ও 'মানবাধিকার সাম্রাজ্যবাদ' প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের শক্তিশালী গণমাধ্যম গড়ে তুলতে হবে এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী প্রচারণার মোকাবিলায় নিজস্ব প্রচার কৌশল গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতির মুখোশ খুলে দিতে হবে। পাশ্চাত্যের বিবেকবান মানুষ যারা আছেন তাদের সামনে পাশ্চাত্যের ন্যাক্কারজনক ও মানবতা বিরোধী কার্যক্রমের খতিয়ান তুলে ধরতে হবে। মুসলমানরা সন্ত্রাসী নয়, ওরাই সন্ত্রাসী- এই সত্যটি তুলে ধরতে হবে।

১১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা

উন্নয়নের শর্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা এক বড় ধরণের সমস্যা। মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃবন্দ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থাই যে, সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটাও পরিস্কার করতে হবে। পাশ্চাত্যই এখন গণতন্ত্রকে ভয় করছে। মুসলমানদের জন্য গণতন্ত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া হিসেবে ভয়ের কোন কারণ নেই বরং গণতন্ত্রের ফসল ইসলামী বিপ্লবের জন্যই সহায়ক হবে। সামরিক শাসন, একনায়কত্ব, পারিবারিক বা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের স্বার্থ-রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এতে ইসলামের স্বার্থ নেই। তাই ঐসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং জনসমর্থন অর্জন করেই ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের মুখোমুখি সংঘাত অনিবার্য। ইতিহাসের পথপরিক্রমায় এ সংঘাত এক সর্বগ্রাসীরূপ নিতে বাধ্য।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য সাজ সাজ রবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইহুদী-খৃস্টান-হিন্দু উগ্রবাদী শক্তি একজোট হয়েছে। বেসামাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীরা ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য 'মৌলবাদের উত্থান' বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং ইসলামী আন্দোলনকে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করছে। মুসলিম দেশগুলোতেও সাম্রাজ্যবাদ তাদের অনুগ্রহভাজন এজেন্টদের নিয়োগ করেছে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ইসলামী শক্তিকে অস্ত্রবলে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হত্যাকান্ড পর্যন্ত সংঘটিত করছে। মুসলিম দেশের অভ্যন্তরেই এক রাজনৈতিক দলকে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। হিংসা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসার সৃষ্টি করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে। ধ্বংস করছে মুসলিম সমাজের ঐক্য, সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ ও জাতিসত্তা। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের আর ঘুমিয়ে থাকার বা এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করার সুযোগ নেই। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষের এ লড়াইয়ে জিততে হবে। আমার বিশ্বাস এতে বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যাবে। এই গ্রহের অধিবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কয়েকটি সেরা বই পড়ুন

- মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা) : নঈম সিদ্দিকী
- ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান : মাওলানা মওদূদী
- ইসলামী অর্থনীতি : মাওলানা মওদূদী
- ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা : মাওলানা মওদূদী
- ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি : মাওলানা মওদূদী
- আন্দোলন সংগঠন কর্মী : মাওলানা মওদূদী
- আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত : মাওলানা মওদূদী
- রাসায়েল ও মাসায়েল (১-৭ খণ্ড) : মাওলানা মওদূদী
- সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা : সাইয়েদ হামেদ আলী
- ইসলাম আপনার কাছে কি চায় ? : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম
- আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন : মতিউর রহমান নিজামী
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় : আবদুস শহীদ নাসিম
- শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি : আবদুস শহীদ নাসিম
- কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে ? : আবদুস শহীদ নাসিম
- ইসলামের পারিবারিক জীবন : আবদুস শহীদ নাসিম
- রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরনের অঙ্গীকার : আবদুস শহীদ নাসিম
- নবীদের সংগ্রামী জীবন (১-২ খণ্ড) : আবদুস শহীদ নাসিম
- বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা : আবদুস শহীদ নাসিম
- সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন : আবদুস শহীদ নাসিম
- আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত : আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭ ফোন : ৮৩১১২৯২